বুলেটিন নং: ২৫
বর্ষ ৯॥ সংখ্যা ৩
প্রকাশ কাল: ৩০ জুলাই ২০০৩
শুভেচ্ছা মূল্য: ৮ ৫ ॥ $2

ইউপিডিএফ এর ওয়েবসাইট
www. updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

নান্যাচরে জনগণের ওপর জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যদের অত্যাচার

সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া তার সশস্ত্র ব্ল্যাক ডগ বাহিনী সাধারণ নিরীহ জনগণের ওপর বর্বর দমন পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। এই অত্যাচার এক কথায় অবর্ণনীয়। লোকজনের এতটুকু শান্তি ও স্বস্তিতে থাকার কোন উপায় নেই। চুন থেকে পান খসলেই শুরু হয় পাশবিক শারীরিক নির্যাতন অথবা "অর্থদণ্ড" অথবা নানা ধরনের হয়রানি। হুমকি, ভয়ভীতি, জোর করে খাবার দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এক কথায় অতীতে সেনাবাহিনীর অত্যাচারকেও হার মানায়। সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ বাহিনী জনগণের ওপর যে কি রকম বর্বর নির্যাতন চালাচ্ছে তা নিম্নের সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ থেকে বোঝা যাবে।

গত ১১ মে সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ বাহিনী বড়পুল পাড়ার গ্রাম্য দোকানদার নাগর চানের দোকানে লুটপাট চালায় ও পরে দোকান ঘরটি জ্বালিয়ে দেয়। লোকজনের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির জন্য ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে। ১৪ মে সাপ মারার বিয়ে বাড়িতে অরুণ চাকমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করে। আর গ্রামবাসীদেরকে গণহারে কোন প্রকার কারণ ছাড়াই অমানুষিকভাবে মারধর করে। ১৫ এপ্রিল রাঙ্গী পাড়ায় দয়াল মোহনের বাড়ি, ১৫ মে রত্নাঙ্কুর বনবিহারে আশ্রিত সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া বাহিনী কর্তৃক ইতিপূর্বে তাড়িয়ে দেয়া দেবগুরু চাকমার বাড়ি, ১৬ মে খুল্যাংপাড়ার ইউপিডিএফ নেতা আনন্দ প্রকাশ চাকমার বাড়ি ও ১৭ মে ভাঙামুরার কান্তি চাকমার বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই করে দেয়। এছাড়া জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা ৩০ মে খামার পাড়ার ভাগ্যধন চাকমাকে গুলি করে আহত করে, ধনঞ্জয় চাকমাকে ৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ করে ও টিপিরাছড়া-বন্দুকভাঙার বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে ১৫টি পরিবারকে তাদের ভিটেমাটি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে।

শুধু তাই নয়, সন্তু লারমার সশস্ত্র সদস্যরা বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে চিঠি বিলি করছে। যথাসময়ে চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে পরিণাম ভয়াবহ হবে বলেও হুমকি দিচ্ছে। জনগণ এখন তাদের ভয়ে আতংকে দিন যাপন করছে। তবে কেউ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে চাঁদা দেবে না জানা গেছে। কারণ জনগণ ভালোভাবেই জানেন এই চাঁদা দিলে সন্তু লারমার সশস্ত্র মাস্তানরা হয় নিজেদের পকেটস্থ করবে, নতুবা দুই একটা অস্ত্র কিনে তা আবার জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে নতুন করে চাঁদা আদায়ের জন্য। জনগণ বোকা নয়। তারা জানেন এই চাঁদা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ব্যবহৃত হবে না। এই অর্থ ব্যবহৃত হবে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অকারণে। সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদের জন্য প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে বাজেট বরাদ্দ পান। সেই অর্থ দিয়ে জনগণের উন্নয়ন করার কথা। অথচ সন্তু বাবু সেই টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনে তা নিজের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। জনগণের প্রশ্ন সন্তু লারমা জনগণের আর কত অনিষ্ট করবেন। আর কতকাল তিনি জনগণের মাথায় কাঠাল ভেঙে খাবেন। জনগণের বহু ত্যাগ তিতিক্ষা, ঘাম ও রক্তে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে তো তিনি সরকারের কাছে সস্তায় বিক্রি করে দিয়ে তার বিনিময়ে নিজের জন্য মন্ত্রীত্ব, আঞ্চলিক পরিষদের গদি ও আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন। তবুও কি তার মনের আশা মিটছে না? তাহলে কি জুম্ম জনগণ সর্বশ্বান্ত হয়ে গেলে তিনি খুশী হবেন? জাতির সর্বনাশ করেই কি তিনি ক্ষান্ত হবেন? সন্তু লারমার মনে রাখা উচিত সবকিছুর সীমা আছে। জনগণ অনেক সহ্য করেছেন। সন্তু লারমার আন্দোলনের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। জনগণের সাথে বেঈমানী বিশ্বাসঘাতকতা করার পরও জনগণ তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি জনগণের উদারতা ও মহত্ত্বকে দুর্বলতা মনে করছেন। উল্টো জনগণের ওপর অন্যায় জবরদস্তি ও নির্যাতন করছেন। কাজেই তার প্রাপ্য এখন তাকে পেতেই হবে। জনগণ এবার দুষ্টের দমন করবেন। আর কোন ক্ষমা নেই সন্তু লারমার বিশ্বাসঘাতকতা বেঈমানী দালালী ও গণবিরোধী কাজের জন্য তাকে যথোচিত শাস্তি পেতেই হবে।

জেএসএস এর মুখোশ খুলে পড়েছে

অবশেষে সাধারণ মানুষের কাছে জেএসএস এর সংগ্রামী মুখোশ আরো একবার খুলে পড়েছে। জেএসএস এর নান্যাচর উপজেলা শাখার সক্রিয় সদস্য তেজেন্দ্র চাকমা (৩২) পিতা রাঙাচান চাকমা। তার বাড়ি সাপমারায়। গত ২ মার্চ সে সেনাবাহিনীর একদল সদস্যকে দিয়ে তার নিজ গ্রাম সাপমারায় এক অপারেশন পরিচালনা করে। অপারেশনের পুরো সময় সে আর্মিদের সাথে ছিল। তার পরনেও ছিল আর্মির পোষাক। অপারেশনের উদ্দেশ্য ইউপিডিএফ এর কর্মিদেরকে আটক করা ও যারা সমর্থক তাদেরকে ভয়ভীতি দেখানো।

সেনাসদস্যদেরকে নিয়ে সে সারারাত ওঁৎ পেতে থাকে। ভোরে সেনা সদস্যরা তার দেখিয়ে দেখা জায়গায় তল্লাশি চালায়। কিন্তু তারা ইউপিডিএফ এর সদস্যদের নাগাল পেতে ব্যর্থ হয়। সেনাবাহিনীর পোষাক পরলেও গ্রামের লোকজন তাকে ঠিকই চিনে ফেলে। সেনাবাহিনীর পোষাকে সেনাবাহিনীর সাথে তেজেন্দ্রকে দেখে গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক। কোন একটা রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির কি পরিমাণ অধঃপতন ঘটলে স্পাইং এর মত গর্হিত কাজ করা যায় তা গ্রামের লোকজন স্বচক্ষে দেখতে পেলেন।

সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে ইউপিডিএফ এর ওপর আঘাত হানতে ব্যর্থ হলে তেজেন্দ্র আবার সাবেক শান্তিবাহিনীর জলপাই রঙের পোষাক পরিধান করে। শান্তিবাহিনী সেজে ৩০-৩২ জনের একটি দল নিয়ে সে ইউপিডিএফ কর্মিদের খোঁজার নামে নিরীহ সাধারণ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় তারা সাধারণ জনগণকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ ও লাঠিপেটা করে। এতে মারাত্মকভাবে জখম হন স্মৃতিলাল চাকমা (৩৫) পিতা সুরেন্দ্র লাল চাকমা ও ইন্দ্র মোহন চাকমা (৪৫) পিতা বাত্যা চাকমা।

জেএসএস সদস্যরা সেনাবাহিনীকে দিয়ে সুবলং এর বেতছড়ি নামক গ্রামেও অপারেশন চালায়। এ সময় জেএসএস বরকল উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উত্তম চাকমা ও সদস্য বীরকুমার চাকমা সেনাবাহিনীর পোষাক পরে আর্মিদের সাথে ছিল। জেএসএস এর এই দুই সদস্যের বাড়ি অজ্যাংছড়ি। গত ১৯ মার্চ জুরাছড়ি জোনের (১৭ বেঙ্গল) কমান্ডিং অফিসারের নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক সেনাসদস্য এই অপারেশন পরিচালনা করে। এ সময় বীর কুমার চাকমা ও উত্তম চাকমার দেখিয়ে দেয়া লোকজনের ওপর সেনাসদস্যরা বিভিন্নভাবে হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতন চালায়।

সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে জেএসএস সদস্যদের সামরিক অপারেশনের ঘটনা নতুন নয়। অতীতেও বহুবার তারা এইভাবে ইউপিডিএফ এর সমর্থিত গ্রামে গিয়ে তথাকথিত অপারেশন চালিয়ে লোকজনের ওপর দমন পীড়ন চালিয়েছে। আদর্শিক ও রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটলে একটি পার্টি কি করতে পারে তার উদাহরণ হলো সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি। সন্তু লারমা জেএসএস-কে শেষ করে ফেলেছে এবার পুরো জনগণকে শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সরকারের কাছে সে নতজানু, অপরদিকে সাধারণ জনগণের ওপর হস্বিতম্বি ও অত্যাচার নির্যাতন। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন কর্মসূচী নেই, অথচ চুক্তি বাস্তবায়নে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও ইউপিডিএফ এর ওপর সন্ত্রাসী হামলা। সন্তু লারমা ও তার সশস্ত্র সদস্যদের জাতিবিধ্বংসী কার্যকলাপের জবাব জনগণ একদিন দেবেন। জুম্ম জনগণ তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন কোনদিন মাথা পেতে নেয়নি। তারা বার বার প্রতিরোধ করেছেন। ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে উঠেছেন। অতীতে বহু স্পাইকে জনগণ শায়েস্তা করেছেন। বহু দালালকে জনগণের দুর্বার আন্দোলনের মুখে বিদায় নিতে হয়েছে। কুখ্যাত দালাল সমীরণকে এখন আর "কুকুরেও ঘেউ ঘেউ করে না"। সন্তু লারমার পরিণতি তার চাইতেও বেশী খারাপ হতে বাধ্য। চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন। জনগণ একদিন জেগে উঠলেই সকল দালাল স্পাই ও অত্যাচারীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জনগণের প্রবল আন্দোলনের স্রোতে তারা খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। সেদিন বেশী দেরী নয়, যেদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর সংগ্রামী জনগণ আবার প্রবল তেজে জেগে উঠবেন।

ত্রিপুরাছড়ায় গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার

গত ২ এপ্রিল রাহুল ও পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা বন্দুকভাঙার ত্রিপুরাছড়া গ্রামে প্রবেশ করে। তারা গ্রামবাসীদের মারধর ও হেনস্থা করে এবং তাদের ঘরবাড়ি তছনছ করে দেয়। "ভাতের মত ভাত ও তরকারীর মত তরকারী" দিয়ে খাবার পরিবেশনের জন্যও তারা গ্রামবাসীদেরকে কড়া নির্দেশ দেয়।

যাদেরকে শারিরীকভাবে মারধর করা হয় তারা হলেন সুনয়ন চাকমা (৩০) পিতা প্রদীপ চন্দ্র চাকমা, মধুচন্দ্র চাকমা (৩৫) পিতা ননলী কান্ত চাকমা, সুবল চাকমা (৩২) পিতা প্রদীপ চন্দ্র চাকমা, নিরানন্দ চাকমা (৫৫) পিতা বক্র চাকমা ও বাত্যা চাকমা (৩৫) পিতা অজ্ঞাত।

ইউপিডিএফ কর্মিদের আত্মীয় স্বজনদের বিতাড়ন

এরপর ৫ এপ্রিল জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা ত্রিপুরাছড়া গ্রামে ইউপিডিএফ এর কর্মিদের আত্মীয় স্বজনদেরকে জোরপূর্বক নিজ বসত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দেয়। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলো নান্যাচরে রত্নাঙ্কুর বনবিহারে আশ্রয় নেয়। তাড়িয়ে দেয়ার সময় পরনের কাপড় চোপড় ছাড়া অন্য কোন জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি। পরিবারসহ যাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয় তারা হলেন, দেবগুরু চাকমা (৫০) পিতা মৃত প্রবীণ চাকমা (পরিবারের সদস্যসংখ্যা ১৪ জন), জ্ঞান চন্দ্র চাকমা (৫০) পিতা মৃত রাঙা কবাল্যা চাকমা (পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১ জন), মঙ্গল চাকমা (৩৫) পিতা রমেশ চন্দ্র চাকমা (পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন), কালিজয় চাকমা (৫৫) পিতা মৃত নন্দ চাকমা (পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭জন) ও ফুলধন চাকমা (৬৫) পিতা মৃত কান্দারা চাকমা (পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন)।

জেএসএস সদস্যরা গত ১৭ এপ্রিল বন্দুক ভাঙা গ্রামের আরো এক ইউপিডিএফ কর্মি পরিবারকে তার বসতভিটা থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেয়। তার নাম হলো বিজয় শেখর চাকমা (৫৫) পিতা বেলা চাকমা। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। পুরো পরিবারকেই উচ্ছেদ করা হয়েছে।

রত্নাঙ্কুর বিহারে আশ্রয় নেয়া পরিবারগুলোকে সেখান থেকেও তাড়িয়ে দেয়ার জন্য জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা ভান্তের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্য পূর্ণাঙ্গ ও রাহুল রত্নাঙ্কুর বন বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্থবিরকে বনবিহার এলাকা থেকে আশ্রিত পরিবারগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য হুমকি দিয়ে চিঠি দেয়। বিহারের আশে পাশের কার্বারীদেরকেও একইভাবে চিঠি দেয়া হয়। বর্তমানে এসব পরিবারগুলো চরম দুরাবস্থার মধ্যে বাস করছে। বছরের একমাত্র উৎসব বৈসাবিতেও তারা সামিল হতে পারেনি। জেএসএস সদস্যদের অত্যাচার থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেটাই এখন তাদের একমাত্র দুশ্চিন্তা।

ইউপিডিএফ সদস্যের বাবার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

গত ১৫ এপ্রিল বিকাল পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে ১৪ জন জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্য নান্যাচরের রাঙি পাড়ায় হানা দেয়। তারা ইউপিডিএফ এর সদস্য তপন জ্যোতি চাকমার বাবা দীন মোহন চাকমার (বয়স ৭৮) বাড়ি আগুনে পুড়ে দেয়। তপন জ্যোতি চাকমা তার বাবার বাড়িতে থাকেন না। তিনি আলাদাভাবে বাস করেন। তার বাবা দীন মোহন চাকমা কেবল স্ত্রীকে নিয়ে উক্ত গ্রামের বাড়িতে বসবাস করছেন। জেএসএস সদস্যদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে বাড়ির সব জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কোন কিছুই সন্ত্রাসীরা রক্ষা করতে দেয়নি। জেএসএস সদস্য পূর্ণাঙ্গ দীন মোহন চাকমার সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। সে তার বুকে বন্দুকের ব্যারেল ঠেকিয়ে গুলি করার হুমকি দেয় ও কাঁধে মেশিনগান বসিয়ে ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

পিসিপি মাটিরাঙ্গা থানা শাখার কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

পিসিপি মাটিরাঙ্গা থানা শাখার উদ্যোগে ২৫ জুলাই শাখা কার্যালয়ে এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মানবেন্দ্র চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় নেতা সন্তোষ চাকমা, দীপংকর ত্রিপুরা, সর্বোত্তম চাকমা, দেবাশীষ চাকমা, পুলক জ্যোতি চাকমা ও কেঙিং মারমা। মাটিরাঙ্গা কলেজ, মাটিরাঙ্গা পাইলট স্কুল ও মাটিরাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩৪ জন কর্মি অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কল্যাণ মিত্র দেওয়ান। পিসিপি'র লক্ষ্য উদ্দেশ্যসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া হয়।

সন্তু বাহিনীর হাত থেকে বোবা লোকটিও রেহাই পেলো না

তুজিম, বড়াদাম, দিঘীনালা ॥ রিকো চাকমা। বয়স আনুমানিক ২০ বছর। পিতার নাম শান্তি রঞ্জন চাকমা। গ্রাম বেতাগী ছড়া, বাবুছড়া। তিনি কথা বলতে পারেন না। অর্থাৎ বোবা বা প্রতিবন্ধী। গত ১৪ মে রোজ বুধবার পাহাড়িকা সিনেমা হলে ফিল্ম দেখার পর তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে সন্তু বাহিনীর লোকজন তাকে ইউপিডিএফ এর কর্মি সন্দেহে দিঘীনালা বনবিহারের গেটের সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে সেনাবাহিনীর কায়দায় নানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং মারধর করা হয়। তিনি কোন উত্তর দিতে না পারলে তাকে আরো বেশী মারধর করা হয়। পরে সন্তু বাহিনীর সদস্যরা তাকে কবাখালি নিয়ে যায় ও কুখ্যাত ভারতেশ্বর চাকমা ওরফে ঈশ্বর বাবুর নির্দেশে তাকে সেখানে খুন করে।

জানা যায়, অপহরণের সময় রিকোর পকেটে মোট ৩৯০০০ টাকা ছিল। গ্রামবাসীর ধারণা খুনীরা তার কাছ থেকে ঐ টাকাগুলো কেড়ে নিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সন্তু বাহিনীর কুখ্যাত সদস্য বিনোদ বিহারী চাকমা ও মুরতি মোহন চাকমা কবাখালিতে ইউপিডিএফ এর (তখন তিন সংগঠন) সমর্থক আনন্দময় চাকমা ও মৃণাল কান্তি চাকমাকে নির্মমভাবে খুন করেছিল। চুক্তির পর পরই সন্তু বাহিনী দিঘীনালায় এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

পিসিপি ঢাকা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পিসিপি ঢাকা শাখার ৯ম সম্মেলন ঢাকসু ক্যাফেটারিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে উদ্বোধনী পর্বে পিসিপি ঢাকা শাখার সভাপতি রুইসা অং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা, সদস্য রবিশংকর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী ইলিরা দেওয়ান, পিসিপি সভাপতি মিঠুন চাকমা ও কেন্দ্রীয় সদস্য সুপার জ্যোতি চাকমা। সংহতি বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা মুস্তফা করিম রিমন, আবুবকর সিদ্দিক রুমেল, মামুনুর রশীদ, মৃদুল কান্তি দাস, আহমেদ আলী ও মাসুদ খান।

বিকেলের পর্বে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। ঢাকা শাখার বিভিন্ন কার্যক্রম ও দেশীয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। পরে রূপন চাকমাকে সভাপতি, দীপংকর ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও মলিনা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার □ ৩০ জুলাই ২০০৩ □ বুলেটিন নং ২৫

সন্তু চক্রের সন্ত্রাস প্রতিহত করুন

জেএসএস সভাপতি সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সদস্যদের লাগামহীন ও অব্যাহত সন্ত্রাস জনজীবনে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ তাদের হাতে অপহৃত, লাঞ্ছিত, খুন, গুম ও শারীরিক নির্যাতন ও উচ্ছেদের শিকার হচ্ছেন। দোষ: তারা ইউপিডিএফ এর নিকট আত্মীয় বা সমর্থক। এই নিরীহ জনগণের ওপর সন্ত্রাসীদের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না।

জেএসএস তার এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে নিতে সক্ষম হওয়ার জন্য বিগত ও বর্তমান সরকার উভয়েই সমানভাবে দায়ী। চুক্তির পর পরই যখন সন্তু লারমার ভাড়া করা চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তিন সংগঠনের একটার পর একটা সমাবেশ পণ্ড করে দিতে থাকে তখন আওয়ামী লীগ সরকার কেবল নির্বিকার নয়, সন্ত্রাসীদেরকেই মদদ যুগিয়েছিল। বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিও একই। ইউপিডিএফ কর্মিদের হাত পা কেটে দেয়া, হত্যা করা, চোখ উপড়ে ফেলার প্রকাশ্য নির্দেশ দেয়ার পরও বর্তমান সরকার সন্তু লারমাকে গ্রেফতার করেনি। আঞ্চলিক পরিষদে বহাল তবিয়তে রেখেছে। শুধু তাই নয়, ইউপিডিএফ ও তার সমর্থকদের ওপর আক্রমণ চালাতে সেনাবাহিনীও প্রায় সময় সন্তু সন্ত্রাসীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দিয়ে থাকে।

এই যখন অবস্থা, তখন সন্তু চক্রের সন্ত্রাস প্রতিহত করতে হলে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। নিজের জনগণের ওপর এই বেপরোয়া নির্যাতন সন্তু চক্রের চূড়ান্ত পতনেরই ইঙ্গিত। পতনের মুহূর্তে স্বৈরশাসক ও ফ্যাসিষ্টরা বর্বর হয়ে ওঠে। এটাই নিয়ম।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, তবুও .....

৩য় পাতার পর

পরীক্ষাই হয়ে যাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। সরকার বর্তমান ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরা সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করব। দুই ধরনের ভোটার তালিকা তৈরির উদ্ভট পরিকল্পনাও আমরা বাস্তবায়ন করতে দেব না। ফলে সরকারের সঙ্গে পাহাড়ি জনগোষ্ঠির প্রথম মুখোমুখি লড়াই হবে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন নিয়ে। গত শুক্রবার যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।"

-যুগান্তর, ২৭ মে ২০০১

"... সন্তু লারমা শান্তিচুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবি জানিয়ে বলেছেন, না হয় রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নির্বাচন প্রতিহত করব।"

-যুগান্তর ৩০ জুলাই ২০০১। খাগড়াছড়ির সমাবেশে সন্তু লারমা।

"শেখ হাসিনা জুম্ম জনগণের সাথে চরম বেঈমানী করেছেন - সন্তু লারমা। রাঙ্গামাটি জেলা সংবাদদাতা॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বলেছেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা জুম্ম জনগণের সাথে চরম বেঈমানী ও ভাঁওতাবাজি করেছেন। এবারের সংসদ নির্বাচনে তিন পার্বত্য জেলার আওয়ামী প্রার্থীদের চরমভাবে প্রতিহত করতে হবে। জোরপূর্বক ও বাধা প্রদান করে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে পার্বত্য অঞ্চলে সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত ও বর্জন করুন।

গতকাল (শুক্রবার) স্থানীয় স্টেডিয়াম মাঠে পার্বত্য জনসংহতি সমিতি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় সন্তু লারমা পাহাড়ি উপজাতীয়দের উদ্দেশ্যে একথা বলেন।"

-ইনকিলাব, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১

"President of the Jana Sanghati Samiti (JSS) and Chairman of the Chittagong Hill Tracts (CHT) Regional Council Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Santu Larma has said their signing of the CHT peace accord was a 'great mistake'.

The then Awami League (AL) government of Sheikh Hasina had signed the treaty not with 'good intention' but to betray the Jummia people, he alleged.

The former guerrilla leader was inaugurating the seventh JSS congress as the chief guest at Khagrapur Community Centre in Khagrachari yesterday."

-ডেইলী স্টার, নভেম্বর ৬, ২০০২

"... সন্তু লারমা পার্বত্য শান্তি চুক্তির ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কা ও সংশয় ব্যক্ত করে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তি করেনি। জুম্ম জনগণের সাথে শেখ হাসিনার সরকার প্রতারণা করেছে।"

-জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০২। খাগড়াপুরস্থ কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত জনসংহতি সমিতির জাতীয় কংগ্রেসে দেয়া বক্তব্য।

"... সন্তু লারমা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখন অচল। সরকার এবং শাসকগোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গিই এ জন্য দায়ী। কিন্তু জনসংহতি সমিতি এখনও আশাবাদী এবং সময়োপযোগী কৌশলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।"

-সংবাদ, ৯ নভেম্বর ২০০২। জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য।

মন্তব্য টীকা

এক. ১৫ জুন ধুধুকছড়ায় প্রদত্ত সন্তু লারমার আন্দোলন বিরোধী বক্তব্য - যা ১৭ তারিখ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল - ছিল পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্দেশ্যে। সে সময় তিন সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম জারী থাকলে আত্মসমর্পন ও আন্দোলনকে সরকারের কাছে বন্ধক দেয়া সহজ হতো না। সেজন্য সন্তু লারমা তার আত্মসমর্পনের পথ পরিষ্কার করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঐ বক্তব্য দিয়েছিলেন।

দুই. সন্তু লারমা বার বার জোর দিয়ে বলেছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। যতদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল ততদিন তিনি তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি, যদিও চুক্তি বাস্তবায়নে তার সরকার বরাবরই গড়িমসি করছিল। কিন্তু যখনই হাসিনার সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নিল, তখনই তিনি শেখ হাসিনাকে বেঈমান প্রতারক বলতে শুরু করলেন। এখানেই সন্তু লারমার দালালীর মধ্যে চাতুরী লক্ষণীয়। আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন শেখ হাসিনাকে সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন। অপরদিকে, যখন দেখলেন তাকে সমালোচনা করলে গদি হারানোর ভয় নেই, তখন তার সমালোচনা শুরু করলেন। দালালী আর কাকে বলে!

তিন. আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করেনি এই অভিযোগে সন্তু লারমা পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমে অস্বীকৃতি জানান। তার এই অস্বীকৃতি একেবারে চাকমা ভাষায় "ফারবান্যা না"। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই তিনি তার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে ফেলেন, যখন দেখলেন যে তিনি যদি আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ না করেন তাহলে সরকার উপেন্দ্র লাল চাকমাকে প্রধান করে নতুনভাবে ২২ সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদকে সাজাবেন। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের বেলায়ও তিনি অপমানজনকভাবে নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

চার. বিগত সংসদ নির্বাচনে চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা না হলে নির্বাচন প্রতিহত করার হম্বিতম্বি ও বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও তিনি নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য গণতান্ত্রিক কিংবা অগণতান্ত্রিক কোন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেননি। তিনি কেবল তার সশস্ত্র সদস্যদেরকে দিয়ে ইউপিডিএফ ও সাধারণ জনগণের ওপর পাশবিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ৫ জন ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থককে খুন করেছিলেন। অন্য কোন দল কিংবা বেআইনী বহিরাগত ভোটারদের কেশাগ্রও স্পর্শ করেননি। ফলে সন্তু লারমার নির্বাচন প্রতিহত করার আত্মঘাতি কৌশল ইউপিডিএফ ও প্রসিত প্রতিহত করার কৌশলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তিনি স্পর্শ করেননি, কারণ তার হাতে ক্ষমতা ছিল সন্তু লারমাকে বাড়াবাড়ি করলে আঞ্চলিক পরিষদের গদি থেকে লাথি মেরে খেদিয়ে দেয়ার। দালাল সন্তু সেই ঝুঁকি নেবেন কেন?

পাঁচ. চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে আবার অস্ত্র হাতে নেয়ার ও রক্ত দেয়ার হুমকি দিলেও তা কেবল ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই হয়নি। বাস্তবে তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামান্যতম কর্মসূচীও গ্রহণ করেননি। যদিও সরকার প্রথম থেকেই চুক্তির বরখেলাপ ও চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে আসছে।

কল্পনা চাকমার অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট কি আলোর মুখ দেখবে না?

সত্যদর্শী

গত ১২ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণের সাত বছর অতিক্রান্ত হলো। তাকে ১৯৯৬ সালের এ দিন রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ির কজইছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীরা অপহরণ করে। রাতের অন্ধকারে ঘুম থেকে তুলে রামায়ণে সীতা হরণের মতো তাকে অপহরণ করেছিলো দুষ্কৃতকারীরা। তারপরদিন ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের ডামাডোলে প্রথম দিকে এ ঘটনা চাপা পড়ে যায়। পরে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন তার উদ্ধারের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও নারী সংগঠনগুলো এ আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন দেয়। দেশ বিদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোও সোচ্চার হয়ে ওঠে তাকে উদ্ধারের দাবিতে। সে সময় ক্ষমতায় ছিল বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তথাকথিত নিরপেক্ষ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সেনাবাহিনী ঘটনা ঢামাচাপা দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। বলা হয় ঘটনাটি "হৃদয়ঘটিত ব্যাপার"। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সেনাবাহিনী উভয় দিক থেকে এ ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। কিন্তু পরে তারা তাদের এই ব্যাখ্যা থেকে নিজেরাই সরে যায়, কারণ এতে ঘটনার সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপরে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট তথাকথিত একটি মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কল্পনা চাকমাকে শান্তিবাহিনীর লোকরা লুকিয়ে রেখেছে এবং তাকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের গণ্ডাছড়ায় রাখা হয়েছে। কিভাবে এই সংগঠনটি কল্পনা চাকমাকে গণ্ডাছড়ায় লুকিয়ে রাখার খবর পেয়েছে তা জানা যায়নি। তবে ইতিপূর্বে সেনাবাহিনী কর্তৃক কল্পনা চাকমার সন্ধানদাতাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলেও, এই সংগঠনটিকে ঐ তথ্যের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। ভারতে মানবাধিকার সংগঠনগুলো তদন্ত পূর্বক জানায় যে কল্পনা চাকমার কোন হদিস গণ্ডাছড়ায় মেলেনি।

যাই হোক, ব্যাপক আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার সরকার অবশেষে বিচারপতি আব্দুল জলিলকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। বিগত সরকারের আমলেই তদন্ত কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেছে বলে পত্রিকান্তরে জানা গেছে। কিন্তু কোন সরকারই আজ পর্যন্ত উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। দোষী ব্যক্তিদেরও শাস্তি হয়নি।

প্রতি বছর ১২ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশনসহ অন্যান্য পাহাড়ি সংগঠনগুলো কল্পনা চাকমার অপহরণ দিবস পালন করে থাকে। তারা তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও অপহরণকারী সেনা কমান্ডার লেঃ ফেরদৌসের শাস্তি দাবি জানায়। কিন্তু তাদের কোন দাবিই সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে বলে মনে হয় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মনে এই ধারণা বদ্ধমুল হয় যে তাদের ওপর যে অন্যায় অত্যাচার চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে তার কোন প্রতিকার এই দেশে এই রাষ্ট্রে পাওয়া যাবে না। এ রাষ্ট্রে লেঃ ফেরদৌসের মতো নারী অপহরণকারী দুষ্কৃতকারীদেরকেই রক্ষা করে, জনগণকে নয়। এ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ওপর অবিচার আছে, ন্যায়বিচার নেই। এই রাষ্ট্রে তারা গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, নিজ ঘরবাড়ি বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়, কিন্তু তার কোন বিচার হয় না। এভাবে বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা বঞ্চনা, গ্লানি ও অবিচার তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। নিজের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। শত বছরের নিপীড়ন নির্যাতনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ নীতির কারণে এ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। অথচ সংখ্যালঘু পাহাড়ি জনগণের অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামকে দমনের জন্য সরকার আরো বেশী মাত্রায় নির্যাতন চালাতে থাকে।

বিদ্রোহী কন্যা কল্পনা চাকমা অন্যায় অত্যাচার ও শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে নিপীড়ক রাষ্ট্রের জান্তব হিংস্রতার শিকার হয়েছেন। এদেশে সীমা, তানিয়ারাও প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হন। নারী নির্যাতনের কোন সীমা পরিসীমা নেই। লক্ষ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্য নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হন। শহরে বস্তিবাসীদের জীবন কল্পনার অতীত, একে মানুষের জীবন যাপন বলা যায় না। তার ওপর তাদের ওপর রয়েছে বিভিন্ন রকম অত্যাচার ও উচ্ছেদ। সে দিক দিয়ে কিন্তু কল্পনা চাকমাদের সাথে সীমা-তানিয়াদের, কিংবা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ ও সাধারণ বাঙালী জনগণের অবস্থার কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর অত্যাচারের বিশেষ দিক ও তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। রয়েছে মাত্রাগত ও গুণগত পার্থক্য। কল্পনা চাকমাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয় একটি রাজনৈতিক ও সামরিক স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের অংশ হিসেবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তার আশির্বাদে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক নারী নির্যাতন ও অপহরণ হলো এমন একটি হাতিয়ার যার দ্বারা সংগ্রামরত সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠিকে বলপূর্বক দমন ও বশীভূত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কল্পনা চাকমাকে অপহরণের পূর্বে তার সাথে লেঃ ফেরদৌসের প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে এবং বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সামরিক দমন পীড়ন চলছে সে সম্পর্কে। কল্পনা চাকমা কিছুদিন আগে সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়িদের ৯টি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেদিন লেঃ ফেরদৌস কল্পনা চাকমার কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। যুক্তি তর্কে তার সাথে পেরে উঠতে সক্ষম না হওয়ায় প্রতিশোধ নিতে লেঃ ফেরদৌস রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে। এই অপহরণ পরিকল্পিত ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর মাধ্যমে অত্যাচারী সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে এই সংকেত দিতে চেয়েছে যে, কেউ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে, আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করলে তার পরিণতিও হবে ঐ কল্পনা চাকমার মতো।

কল্পনা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে বেঁচে থাকবেন। আন্দোলন সংগ্রামে লড়াকু সৈনিকদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

কিন্তু কোন কালে কোন শাসক শোষক গোষ্ঠির এই শিক্ষা হয় না যে, চিরকাল একটি জাতিকে কিংবা কোন একটি জাতির নিপীড়িত জনগণকে দাবিয়ে রাখা যায় না। মহা পরাক্রমশালী বৃটিশদেরকে এই উপমহাদেশ থেকে পাটতারি গুটাতে হয়েছে। বর্বর পশুশক্তি ব্যবহার করেও পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠি বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করতে পারেনি। এ ধরনের উদাহরণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অহরহ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকেও কোনদিন দাবিয়ে রাখা যাবে না। শত দমন পীড়ন চালিয়েও তাদের স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা যাবে না। কল্পনা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে বেঁচে থাকবেন। আন্দোলন সংগ্রামে লড়াকু সৈনিকদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের বিচার ও শাস্তি না হলে, অবিচার চলতে থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠবেন। কাজেই এখন সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে: তিনি কি দুষ্কৃতকারী অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন, নাকি তাদেরকে রক্ষা করবেন। তিনি কি তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন, নাকি ফাইলবন্দী করে অন্ধকার কোটরে রেখে দেবেন। এবং এই সিদ্ধান্ত সরকারকে খুব শীঘ্রই নিতে হবে।

শেষে সরকার তথা এদেশের শাসক গোষ্ঠিকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সীতা হরণের পরিণাম শুভ হয়নি। এই একটি অপরাধ জায়েজ করতে গিয়ে সারা লংকা লণ্ড ভণ্ড হয়েছে। কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের যথাযথ বিচার না হলে এ দেশের শাসক শোষক গোষ্ঠিকেও সেই রকম পরিণাম ভোগ করতেই হবে। কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের শাস্তির দাবিতে যারা আন্দোলন করছেন তারা এদেশে একা নয়। এদেশে তারা অর্থাৎ অত্যাচারীতরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ কথা অবশ্যই সকলকে মনে রাখতে হবে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, তবুও .....

১৯৯৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত জেএসএস প্রধান সন্তু লারমার বিতর্কিত ও মুখ্য বক্তব্যসমূহ এখানে তারিখক্রম অনুসারে তুলে ধরা হল। তার এ সকল বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে কিভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান পাল্টিয়েছেন, এক সিদ্ধান্ত থেকে সরে গিয়ে ঠিক তার বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখান থেকে আরো ধারণা পাওয়া যাবে কিভাবে একজন গেরিলা নেতা (বিপ্লবী নয়) থেকে তিনি একজন সুচতুর দালালে পরিণত হয়েছেন। তার এই বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে এ সম্পর্কে মন্তব্য করার তেমন প্রয়োজন নেই। তবুও বক্তব্যের সর্বশেষে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য টীকা দেয়া হয়েছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে জনসংহতি সমিতিকে চ্যালেঞ্জ করে এমন যে কোন ছাত্র পরিষদ, গণপরিষদ বা স্থানীয় পরিষদকে প্রতিহত করা হবে।

সরকারি সাবকমিটির সঙ্গে বৈঠক শেষে সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ার গহীন অরণ্যে পাহাড়ি ছাত্র-জনতার এক সমাবেশে সন্তু লারমা আরো বলেন, পুলিশকে গুলতি মেরে, রিকশা চালককে প্রহার করে আন্দোলন বেগবান করা যাবে না। সামাজিক বিশৃঙ্খলা আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেয়। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে মিছিল, মিটিং, স্মারকলিপি পেশ করার উপদেশ দেন।"

-ভোরের কাগজ, ১৭ জুলাই ১৯৯৫

"প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও জনসংহতি সমিতির নেতাকে অনেকটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। চিফ হুইপের পাশে বসা সন্তু বাবুকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, পার্বত্য সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে তিনি কতটুকু আশাবাদী। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দেন - অবশ্যই আশাবাদী। বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে সন্তু লারমা চিফ হুইপের বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে বলেনঃ তার কথাতে যা বেরিয়ে এসেছে তার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে যে উদ্যোগ চলছে তাতে তিনি আশাবাদী কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, মানুষ মাত্রই আশাবাদী। বৈঠক চলাকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে বৈঠক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খোঁজ খবর নেয়ার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে সন্তু লারমা বলেন, আমি মনে করি তিনি এবং তার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে অবশ্যই আন্তরিক।"

-সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬

"সমবেত পাহাড়িদের উদ্দেশ্যে গেরিলা নেতা সন্তু লারমা একাই ১২ মিনিট বক্তৃতা করেন। চাকমা ভাষায় দেয়া বক্তৃতায় তিনি বলেন, পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক। পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আমরা আশাবাদী। তবে এ সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যাতে না ঘটে সেদিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। অনেক বিষয়েই আমরা সরকারের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। তবে আলোচনার স্বার্থে সবকিছু এখনই বলা যাবে না।"

-আলোচনা থেকে ফিরে ধুধুকছড়ায় দেয়া সন্তু লারমার বক্তব্য। আজকের কাগজ, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

"সাংবাদিকরা চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে তার বক্তব্য জানাতে চাইলে সন্তু লারমা 'বিষয়টি স্পর্শকাতর' বলে এড়িয়ে যান। কিন্তু তিন ঘন্টার মত বিনিময়ে ঘুরে ফিরে বার বার এ প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। তিনি বলেন, একটি সংবাদ মাধ্যমে তার সাক্ষাতকার সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি হয়েছে তা ঠিক নয়। সন্তু লারমা বলেন, 'আমি বলেছি চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে আমরা আন্দোলন করবো, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। দেশে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে যে রকম আন্দোলন হচ্ছে আমাদের আন্দোলন হবে তাই। সশস্ত্র আন্দোলন করবো এমন কথা বলিনি'। "

-আত্মসমর্পনের পর খাগড়াছড়িতে তার অস্থায়ী বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় কালে সন্তু লারমা। আজকের কাগজ, ৩ এপ্রিল ১৯৯৮।

"সন্তু লারমা গতকাল প্রথমবারের মত বিএনপির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন বিএনপি বিভ্রান্তি ছড়াইতেছে। বিএনপি আমাদের সন্ত্রাসী বলিয়াছে, অথচ উহার আমলে জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং আমাদের সহিত ১৩ বার বৈঠক হইয়াছে। "তাহারা সন্ত্রাসী সন্তু লারমার সহিত বৈঠক করিয়াছে" এই মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন, যে সকল বিষয়ে বর্তমান চুক্তি হইয়াছে, সে সকল বিষয়েই তাহাদের সহিত কথাবার্তা হইয়াছে। বিএনপির পতন না ঘটিলে হয়তো এই চুক্তি তাহাদের সহিতই সম্পাদিত হইত। তিনি বলেন, শুধুমাত্র বিরোধীতার খাতিরেই বিএনপি শান্তিচুক্তির বিরোধীতা করিতেছে। পার্বত্য জনগণের পক্ষ হইতে আমরা ইহার প্রতিবাদ জানাইতেছি।"

-পার্বত্য চুক্তি ও জাতীয় সংসদে উত্থাপিত চারটি বিলের মধ্যে কথিত অসংগতির প্রশ্নে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে সন্তু লারমা। দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ১৯৯৮

"সন্তু লারমা বলেছেন, বর্তমান সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। তিনি পার্বত্য শান্তিচুক্তি(র) সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।"

-খাগড়াছড়ির উপজেলা মাঠে আয়োজিত লারমার মৃত্যুবার্ষিকী সমাবেশে সন্তু লারমা। ভোরের কাগজ, ১১ নভেম্বর ১৯৯৮

"'যেখানে অনেক পাওয়ার আনন্দ নিয়ে বর্ষপূর্তি করার কথা, সেখানে না পাওয়ার বেদনা নিয়েই তা করতে হচ্ছে'। জনসংহতি সমিতির সভাপতি, সাবেক শান্তিবাহিনীর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পার্বত্য শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভোরের কাগজকে দেয়া এক একান্ত সাক্ষাতকারে এই হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, চুক্তির এক বছরের মাথায় বাস্তবায়নের দিকটি মূল্যায়ন করতে গেলে হতাশার দিকটাই বেশী।"

-ভোরের কাগজ, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৮

"তবে আমি এখনো বিশ্বাস রাখি প্রধানমন্ত্রীর ওপর। আমি আসলে চুক্তিটা করেছি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তাঁর সততা এবং দেশ ও জাতির জন্য তাঁর কাজ করার আকাঙ্ক্ষা এ সব বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। আমরা আওয়ামী লীগকে দেখে আসিনি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে দেখে আমরা চুক্তিতে এসেছি। এটা একটা যুক্তির দিক, একটা বাস্তবতার দিক। অন্যের উপর আমরা নির্ভর করতে পারিনি।"

-সন্তু লারমা, লেখিকা সেলিনা হোসেনের সাথে সাক্ষাতকারে। লেখিকা এই সাক্ষাতকারটি তার "একটি উপন্যাসের সন্ধানে" বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পৃষ্ঠা ১০০। বইটি১৯৯৯ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

"প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের আস্থা ছিলো। এখন দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী ব্যালেন্স করছেন।"

- সুধাসিন্ধু খীসা, একটি উপন্যাসের সন্ধানে, সেলিনা হোসেন। পৃষ্ঠা ৬৮

"If the people of the hill districts want, we will go for agitation programme. .... There is no alternative to demonstration for implementation of the agreement, the PCJSS chief told journalists."

-The Daily Star, November 6, 1998

"If necessary, I will not hesitate to shed my blood for full implementation of the accord".

-Santu Larma in his address at a rally organised in Khagrachari to mark the first anniversary of the CHT accord, Daily Star, 3 December 1998

"আমি বলবো চুক্তি সম্পাদনের পর পর মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, তাতে এখন ভাটা পড়েছে। সরকারের প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ অবিশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।.... এ ব্যাপারে বিস্তারিত না গিয়ে এটাই বলতে চাচ্ছি যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনসংহতি সমিতি এবং আমি মনে করি- এখানকার জনগণের আস্থা রয়েছে।"

- সন্তু লারমা, দৈনিক প্রথম আলোর সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে। ১৯ নভেম্বর ১৯৯৮।

"Regional Concil Chairman Santu Larma praised the Prime Minister for restoring peace through the peace accord and said people in the region had started reaping the benefit of the deal.

'Post-peace accord situation is definitely better than the pre-accord situation', said Santu Larma.

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে রিভিউ মিটিঙে অংশগ্রহণ কালে প্রদত্ত বক্তব্য। দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ২২ মে ২০০০

"Chairman of Chittagong Hill Tracts Regional Council (CHTRC) Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Santu Larma will attend the Paris ceremony where Prime Minister Sheikh Hasina will receive the UNESCO Peace Prize.

Santu Larma told BSS that he would be leaving for Paris on September 22 to join the ceremony scheduled for September 24."

- ডেইলী স্টার, সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৯৯

"পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) আজ বুধবার সকালে অন্তর্বর্তী পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। রাঙ্গামাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি দায়িত্ব নেবেন আগামী ২৭ মে। এদিন সেখানে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ... গত বছরের ৬ সেপ্টেম্বর সরকার সন্তু লারমাকে চেয়ারম্যান করে ২২ সদস্যের অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে। কিন্তু পরিষদের তিন জন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে আপত্তি থাকায় এবং শান্তিচুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনের উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি ধারাসহ কয়েকটি ধারার সংশোধনী ও চুক্তির ধারাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সন্তু লারমার বৈঠক, ২৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এস এ মালেকের সঙ্গে সন্তু লারমার যোগাযোগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমার সমঝোতা বৈঠকের পর সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির দূরত্ব কমে আসে।"

- ভোরের কাগজ, ১২ মে ১৯৯৯

"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বলেছেন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ অপরাধমূলক কর্মকান্ড পার্বত্য শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করছে। ....তার নিজ এলাকা পানছড়ির পুজগাঙ হাইস্কুল মাঠে দেয়া এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সন্তু লারমা এ আহ্বান জানান। .... অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সন্তু লারমা আরো বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের সবচেয়ে নির্যাতিত, অবহেলিত এই পানছড়ি ছিল জুম্ম জনগণের স্বাধিকার অধিকার আদায়ের আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু। লৌগাং হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ঐ হত্যাকান্ডের কথা ভুলিনি। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার চেষ্টা করবো আমি।' তিনি বলেন শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কৃষি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানমূলক কাজে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সন্তু লারমা চুক্তি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আসুন আমরা সবাই মিলেমিশে চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নে জোর দেই। আর জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে যদি ব্যর্থ হই তাহলে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যাবো।"

-ভোরের কাগজ, ১৫ জুন ১৯৯৯

"শান্তিচুক্তি পরবর্তী ২ বছরের পরিস্থিতি বর্ণনা করে সন্তু লারমা বলেন, চুক্তির পর পাহাড়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল, দুঃখজনক হলেও সত্য - ধীরে ধীরে সেই আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে পড়তে থাকে। তিনি আরো বলেন, চুক্তি পরবর্তী পাহাড়ের পরিস্থিতি যতোটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে বলে আশা করা হয়েছিল তেমনটা হয়নি। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ২ বছরের পরও পার্বত্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছে না।"

-ভোরের কাগজ, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯

"জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা বলেছেন, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার এগিয়ে না আসলে অচিরেই পার্বত্য অঞ্চলে আবারও আন্দোলন শুরু হবে। ... তিনি গতকাল বান্দরবানে শান্তিচুক্তির দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। .. সন্তু লারমা আরো বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের কোনো সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নেই। ২৪ মাস পর চুক্তি এখনো কাগজে কলমে রয়ে গেছে। পার্বত্য অঞ্চলের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দাদের যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার কথা তার কিছুই হয়নি।

সন্তু লারমা বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরকালে সরকারের যে আন্তরিকতা ছিল আজ দুই বছর পর সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। এখন জনসংহতির পাশে সরকারের কেউ আসে না।"

-প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯

"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু বলেছেন, সরকার যে শান্তি চুক্তি করেছে তা আসলে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ ভাষাভাষী জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি চুক্তি হয়েছে, আজকে সেই চুক্তি টিকে থাকবে কিনা আমার সন্দেহ। তিনি বলেন, আবার হয়ত আমাদের নতুন চুক্তির কথা ভাবতে হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি আজ কাগুজে চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই আমাদের ফেলে আসা কর্মসূচী নিয়ে আবার ভাবতে হবে।"

-রাঙামাটিতে আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা উদ্বোধন কালে প্রদত্ত ভাষণ। দৈনিক পূর্বকোণ, ৯ এপ্রিল ২০০০

"জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমা এ বিষয়ে ভোরের কাগজকে বলেন, 'সরকার আমাদের দাবি মেনে না নিলে আমরা এসব নির্বাচন বর্জন করব তো বটেই, এমনকি এসব নির্বাচন প্রতিহত করবো।"

-ভোরের কাগজ, ৫ জুলাই ২০০০

"Chairman of the Chittagong Hill Tracts Regional Council Jyotirindra Bodhipriyo Larma (Santoo Larma) today highly praised the performances of the armed forces to bring peace in the area, reports BSS.

He termed the armed forces as "pride" of the country.

Mr. Larma was speaking as the chief guest at the certificate awarding ceremony of a computer course held at 305 Infantry Brigade Mess here.

He lauded the role of local army in bringing about a positive change in socio-economic condition of the people of this region including imparting computer training to unemployed youths."

-The Bangladesh Observer, September 8, 2000

"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমা বলেছেন, পার্বত্যাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পেছনে পুলিশ ও সেনাবাহিনী যেভাবে প্রত্যক্ষ মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে পার্বত্য পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে, এ অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অগণিত মানুষ আবার তাদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত আছে।"

-ভোরের কাগজ, ২১ মে ২০০১। রাঙ্গামাটিতে উদ্বোধনী ভাষণ।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতি প্রধান সন্তু লারমা বলেছেন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করলে পার্বত্যাঞ্চলের পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিকে মোড় নেবে। তার প্রথম

২য় পাতায় দেখুন

সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ কর্মি গ্রেফতার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ১৫ জুলাই রোজ মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কের ২৪ মাইল সেনাক্যাম্পের ক্যাপ্টেন শাহেদ এর নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি সেনাদল সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ইউপিডিএফ কর্মি নিলয় চাকমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করে। এরপর ঐ সেনাদলটি আবার মহালছড়ির থলিপাড়া গ্রামে গিয়ে নিরীহ গ্রামবাসী ক্যচিং মারমা (২৮) ও ইউপিডিএফ কর্মি রনি ত্রিপুরা ও পাইলট চাকমাকে মারধর করে। পরে নিলয় চাকমা ও ক্যাচিং মারমাকে ছেড়ে দিলেও বাকী দুই জনকে ছেড়ে দেয়নি।

অপর এক ঘটনায়, গত ১৪ জুলাই রোজ সোমবার খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলার লোগাং জগপাড়া গ্রামে সেনা সদস্যরা দুপুরে অতর্কিতভাবে হানা দেয় ও ৬ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। সে সময় ইউপিডিএফ কর্মিরা সাংগঠনিক কাজে জগপাড়া অবস্থান করছিলেন। সেনারা দু'জন ইউপিডিএফ কর্মি লক্ষীকুমার চাকমা ও নিঃশেষ চাকমাকে ধরে নিয়ে এসে পানছড়ি থানায় সোপর্দ করে। এ ঘটনাকে ইউপিডিএফ-জেএসএস বন্দুক যুদ্ধ বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মিথ্যাভাবে প্রচার করা হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত

পিসিপি কেন্দ্রীয় দপ্তর॥ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সভা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১-২৩ মে সম্মেলনের মাধ্যমে নব গঠিত কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর এটাই প্রথম বৈঠক। সংগঠনের সভাপতি মিঠুন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা ১৩ থেকে ১৪ জুন এই দুই দিন ধরে চলে।

সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা সাংগঠনিক কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন ও আগামী দিনে সংগঠন কি কর্মসূচী নেবে সে ব্যাপারে প্রস্তাবনা পেশ করেন।

এরপর নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ ১২ জুন সরকার ঘোষিত জাতীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সরকারের এই বাজেট জনস্বার্থবিরোধী ও অসম্পূর্ণ। দাতাগোষ্ঠি ও ধনীক শ্রেণীকে তোষণের জন্য এই বাজেট প্রণীত হয়েছে।

পানখাইয়া পাড়াবাসীর সাহসী ভূমিকা:

স্বাধিকার বিলিতে বাধা দেয়ায় দুই "দুই নাম্বারীকে" গণধোলাই

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ খাগড়াছড়ির পানখাইয়া পাড়াবাসী সাহস ও মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের উপর শারীরিক নির্যাতন এবং অশোভন আচরণ করায় খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার পানখাইয়া পাড়ায় গ্রামবাসী কর্তৃক গণধোলাই খেতে হয়েছে জেএসএস এর মদদপুষ্ট ছাত্র গ্রুপের দুই জন সদস্যকে, যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের কাছে "দুই নাম্বারী" হিসেবে সুপরিচিত।

গত ১২ জুলাই হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ি শহরের পানখাইয়া পাড়া, নোয়া পাড়া ও মধুপুর এলাকায় ইউপিডিএফ এর দলীয় মুখপত্র স্বাধিকার বিক্রি করতে যায়। তারা তিন ভাগে ভাগ হয়ে ঐ এলাকায় স্বাধিকার বিক্রি করছিলেন। এ সময় সকাল পৌনে দশটার দিকে ১০/১২ জন "দুই নাম্বারী" মধুপুরস্থ জেএসএস অফিস থেকে বের হয়ে এসে এইচডব্লিউএফ এর দুই জনকে জোরপূর্বক উক্ত অফিসে ধরে নিয়ে যায়। তারপর বাকীদের খোঁজার জন্য তারা বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে এইচডব্লিউএফ এর আরো দুই নেত্রীকে শারীরিক নির্যাতন ও অশোভন আচরণ করতে থাকলে তা এলাকার জনগণের চোখে পড়ে। সন্ত্রাসীরা তাদেরকেও জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করা হয়। এ সব কর্মকান্ড দেখার পরও মধুপুরবাসী জেএসএস সদস্যদের ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। পরে পার্শ্ববর্তী পানখাইয়া পাড়ার গ্রামবাসী এগিয়ে এসে "দুই নাম্বারী" সন্ত্রাসীদের কবল থেকে এইচডব্লিউএফ নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করে। দুই নাম্বারীদের অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও জেএসএস এর সুবল চাকমা ওরফে আশিষ এর ছেলে পরাস্ত চাকমা এবং তুহিন চাকমা নামে দুই সন্ত্রাসী জনতার হাতে ধরা পড়ে। উত্তেজিত জনতা তাদেরকে আচ্ছা করে গণধোলাই দেয়। উল্লেখ্য, তার একদিন আগে (১১ জুলাই) পরাস্ত চাকমা ও তুহিন চাকমাসহ চারজন "দুইনাম্বারী" পার্শ্ববর্তী আপার পেরাছড়া গ্রামে মুরগী চুরি করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে ও গণধোলাই এর শিকার হয়েছিল।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের উপর যখন এহেন অশোভন আচরণ করা হচ্ছিল তখন জেএসএস এর অফিস থেকে জেলা সভাপতি প্রণতি বিকাশ চাকমা ওরফে ভিক্টরসহ অনেকে এই দৃশ্য "উপভোগ" করছিলেন।

গণধোলাই এর পর গ্রামবাসী দুই নাম্বারী পরাস্ত চাকমা ও তুহিন চাকমাকে মারমা উন্নয়ন সংসদ কার্যালয়ে নিয়ে যায়। পৌর চেয়ারম্যান মংক্যচিং মারমা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক কিরণ মারমা, ক্যজরী মারমাসহ পানখাইয়া পাড়া ও মধুপুর এলাকার বিশিষ্ট মুরুব্বীরা উদ্ভূত সমস্যার মীমাংসার জন্য আলোচনায় বসেন। এতে সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক সোনালী চাকমাসহ সাত জন নেত্রী এবং জেএসএস এর প্রণতি বিকাশ চাকমা ও সুবল চাকমা উপস্থিত ছিলেন। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ জানিয়ে দেন যে, তাদের গণতান্ত্রিক কাজে অন্যায়ভাবে বাধা দেয়া ও তাদের ওপর নির্যাতন ও অশোভন আচরণ করার দায়ে মামলা করা হবে। তবে তারা এও জানিয়ে দেয় যে, যদি জেএসএস লিখিতভাবে অঙ্গীকার করে যে তারা ভবিষ্যতে এইচডব্লিউএফ এর যে কোন সাংগঠনিক কাজে কোন প্রকার বাধা প্রদান করবে না, তাহলে তারা মামলা দেবেন না। কিন্তু জেএসএস বাধা দেবে না এই অঙ্গীকার দিতে ব্যর্থ হলে তারা জনগণের সামনে পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে যায়। এরপর পানখাইয়া পাড়া ও মধুপুর এর উপস্থিত মুরুব্বীরা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন ভবিষ্যতে ঐ এলাকায় ইউপিডিএফ কিংবা জেএসএস এর সাংগঠনিক কাজে যাতে কোন মহল কোন ধরনের বাধা প্রদান করা না হয়।

পানখাইয়াপাড়া ও মধুপুর বাসীর এই গণতান্ত্রিক ও সাহসী ভূমিকা খাগড়াছড়িতে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত পানখাইয়াপাড়াবাসীরা সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকায়ও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। সাহস করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করলে বদমাশ, প্রতিক্রিয়াশী ও "দুই নাম্বারী"দের কাছে সমাজ জাতিকে জিম্মি হয়ে থাকতে হবে। তাই যারা সমাজ জাতি ধ্বংসের চক্রান্তে মেতে উঠেছে, জাতি ও জনগণের ওপর ভয়াবহ আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে তাদেরকে দিকে দিকে প্রতিরোধ করার সময় এসেছে। জনগণকেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। দালাল গণদুশমনদের কবল থেকে আন্দোলনকে উদ্ধার করতে হবে। সমাজ জাতিকে রক্ষা করতে হবে।

খাগড়াছড়িতে জেএসএস এক স্কুল শিক্ষককে অপহরণ করেছে

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ২০ জুলাই জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা খাগড়াছড়ি সদর থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বে রাঙাপানি ছড়া থেকে একজন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষককে অপহরণ করেছে। মুক্তিপণ হিসেবে সন্ত্রাসীরা দেড় লাখ টাকা দাবি করেছে এবং মঙ্গলবার অর্থাৎ ২২ তারিখের মধ্যে এ টাকা নিয়ে যোগাযোগ করার জন্য অপহৃত ব্যক্তির পরিবারকে বলেছে।

ঐদিন সকাল দশটার দিকে রাঙাপানি ছড়া স্কুল শিক্ষক শরদিন্দু চাকমা (৫০) স্কুলে গেলে জেএসএস সদস্যরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পিসিপির বর্গত কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি বেনজিন চাকমার পিতা। বেনজিন চাকমা পিসিপির সাথে যুক্ত থাকার কারণে অপহরণের বহু আগে জেএসএস এর পক্ষ থেকে তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হতো।

তার আদি নিবাস হরিনাথ পাড়া হলেও বর্তমানে তিনি তার পরিবার নিয়ে খাগড়াছড়ির পানখাইয়া পাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন। ১৯৮৯ সালে আর্মিরা জোর করে তাদেরকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পর থেকে তিনি সেখানে আছেন। চুক্তির পরও জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যদের ভয়ে তিনি তার নিজ গ্রামে ফিরে যেতে পারেননি।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, অপহরণকারী জেএসএস সদস্যরা জানিয়েছে হয় মুক্তিপণের টাকা দিতে হবে, না হলে বেনজিনকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ইউপিডিএফ এক বিবৃতিতে এই অপহরণ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম শরদিন্দু চাকমাকে মুক্তি দেয়ার জন্য সন্তু লারমার ওপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদন প্রকাশ করেছে।

খাগড়াছড়ির ভুইয়োছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে বহিরাগত-সেনাবাহিনীর যৌথ হামলার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের আবেদন

মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল

মাননীয় বেগম খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মহোদয়,

আমরা ১৯ এপ্রিল ২০০৩ শনিবার রাতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ভুইয়োছড়ি গ্রামে সংঘটিত সহিংস ঘটনার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। সংবাদ মাধ্যম ও ঘটনার শিকার লোকজনের বিবরণ অনুযায়ী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে একদল বাঙালী বসতিস্থাপনকারী জুম্ম জনগণের (পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ) ওপর আক্রমণ চালায়, ঘরবাড়ি লুটপাট করে ও জ্বালিয়ে দেয় এবং একজনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এর আগে জুম্ম জনগণ (এ ক্ষেত্রে চাকমা) তাদের জায়গা জমিতে বাঙালী বসতিস্থাপনকারীদের দ্বারা অবৈধভাবে ঘর নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

ক্ষতিগ্রস্তরা পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধমন্দির ও গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন এবং তারা জীবন ধারণের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন। তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারছেন না। এর চাইতে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, বাঙালী বসতিস্থাপনকারীরা আশে পাশের জমি অবৈধ দখল নেয়ার জন্য এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজনের আশঙ্কা পরবর্তীতে তাদের ওপর আক্রমণ হতে পারে।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছ থেকে এটা জেনে আমরা উদ্বিগ্ন যে, ঘটনা ঘটার সময় সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা কেবল বসতিস্থাপনকারীদেরকে বাধা প্রদান থেকে বিরত ছিলেন তা নয়, তারা বাস্তবত জুম্মদেরকে চলে যেতে নির্দেশ দেয়, এবং তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে, আগুন লাগিয়ে দিতে ও লুটপাট চালাতে বসতিস্থাপনকারীদেরকে উৎসাহিত করে। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, জুম্ম জনগণের কাছ থেকে বলপূর্বক জমি কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর নির্দেশে সুপরিকল্পিতভাবে বিনাউস্কানিতে এই হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনা ১৯৮০ দশকে সচরাচর সংঘটিত ঘটনার ধরনের অনুরূপ যখন এ ধরনের আক্রমণ গণহত্যার রূপ নিতো ও শরণার্থী সৃষ্টি করতো। আমাদের আশঙ্কা যদি অচিরেই যথাযথ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আরো ভয়ানক মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে।

জাপান ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সুস্পষ্ট গাইডলাইন আছে যা মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশে সাহায্য প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আমরা বিদেশে উন্নয়ন সাহায্য (ওডিএ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আছে এই ঘটনার ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ জানিয়েছি এবং বলেছি তারা যেন এই নীতিগুলো মেনে চলে, আমাদের প্রদেয় করের টাকা যেন টেকসই উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যাতে কোনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে সাহায্য না করে।

এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, বরং তা হচ্ছে আপনার সরকার ও পিসিজেএসএস এর মধ্যে সম্পাদিত ১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পাঁচ বছরের অধিক সময় পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ অশান্ত পরিস্থিতির নিদর্শন। পাকিস্তান জমানায় কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের জন্য বলপূর্বক উচ্ছেদ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জুম্ম জনগণের দীর্ঘ দুঃখকষ্ট ভোগের যে ইতিহাস তাতে এটি অন্য এক বেদনাদায়ক মুহূর্ত। সাধারণ লোকজন ২৫ বছরের অধিক সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধের সময় চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন। কিছু লোক শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এই আশায় যে এর ফলে শান্তি ও পারস্পরিক বোঝাবুঝির এক নতুন যুগের সূচনা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে। যদিও পিসিজেএসএস সরল বিশ্বাসে তাদের অস্ত্র সমর্পন করেছে, তা সত্ত্বেও শান্তিচুক্তির অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি যেমন মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীকে ছয়টি সেনানিবাসে উঠিয়ে নেয়া, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং ভূমি কমিশনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে কেড়ে নেয়া জমি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া এগুলো এখনো পূরণ হয়নি। অধিকন্তু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে এবং হয়রানি, ধর্ষণ, অপহরণ, অন্যায় গ্রেফতার, ঘুষ চাওয়া ইত্যাদি ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা স্বীকার করতে হবে যে, এই ঘটনা প্রত্যেকটি সরকারের সামরিক শাসনের দীর্ঘস্থায়ী নীতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী বসতিস্থাপনকারীদের স্থানান্তরেরই ফলশ্রুতি। জরুরীভাবে এখন যা করা প্রয়োজন তা হলো আদিবাসী জনগণের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করা, ভূমি সমস্যার সমাধান করা, বাঙালী বসতিস্থাপনকারীদেরকে তাদের আদি জায়গায় পুনর্বাসন করা, সেনাবাহিনীকে ঐ এলাকা থেকে প্রত্যাহার করা এবং গণতান্ত্রিক স্থানীয় প্রশাসন কায়েম করা।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে একটি সম্মানীত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আপনার সরকারের কাছে আমাদের আহ্বান: ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনের ভিয়েনা ঘোষণা (অনুচ্ছেদ ২০) মোতাবেক আদিবাসী জনগণের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করুন এবং এই ঘটনার ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন:

১. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের জড়িত করে ১৯ এপ্রিল ভুইয়োছড়া ঘটনার পরিপূর্ণ ও মুক্ত তদন্ত করা এবং দায়ী ব্যক্তিদের কড়া শাস্তি প্রদান করা।

২. ঘটনাস্থলের আশেপাশে যে সমস্ত বাঙালী বসতিস্থাপনকারী বেআইনীভাবে জুম্মদের জমি দখল করেছে তাদেরকে সরিয়ে নেয়া।

৩. এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া ও পুনর্বাসন করা যাতে তারা যথাশীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

৪. সংশ্লিষ্ট এলাকায় এবং সার্বিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী বসতিস্থাপনকারীরা কিংবা সেনাবাহিনী যাতে আর অবৈধ ভূমি দখল করতে না পারে সে জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তাছাড়া, যাতে এ ধরনের ঘটনা আর কখনো না ঘটে সেটা নিশ্চিত করতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি স্থাপনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছি:

৫. বিভিন্ন জাতিসত্তা সমন্বয়ে গঠিত পুলিশ বাহিনী (আদিবাসী জনগণ ও বাঙালী সদস্যদের সমানুপাতিক হারে) মোতায়েনের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো, যে পুলিশ বাহিনী ভয়ভীতি ও আনুকূল্য ছাড়া তার দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারবে।

৬. ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তিতে বিবৃত নীতি মোতাবেক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) সহ সকল সুবিধাভোগীদের (stakeholder) গঠনমূলক সহযোগিতা নিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

ক. সকল অস্থায়ী সামরিক ও আধাসামরিক ক্যাম্পসমূহ ছয়টি স্থায়ী সেনানিবাসে প্রত্যাহারকরণ।

খ. অচিরেই প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অন্যান্য আইনসঙ্গত মালিকের কাছে বেআইনীভাবে দখলকৃত জমি ফেরত প্রদান।

গ. আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদেরকে যথাযথ পুনর্বাসন।

বিনীত

জুম্ম নেট, জাপান পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিটি, জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, অরগানাইজিং কমিটি সিএইচটি কেম্পেইন দি নেদারল্যান্ডস।

দাতা দেশগুলোর কাছে কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের আবেদন

গত ১৯ এপ্রিল খাগড়াছড়ির ভুইয়োছড়ি গ্রামে সংঘটিত হামলার প্রেক্ষিতে কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশকে ঋন প্রদানকারী দেশের কাছে একটি যৌথ আবেদন পেশ করেছে। এতে বলা হয়, দাতা দেশগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া। নেদারল্যান্ডস ও অন্যান্য দাতা দেশগুলোর ঘোষিত উন্নয়ন সাহায্য প্রদান নীতি অনুসারে গ্রহীতা দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রতি নজর দেয়া বাধ্যতামূলক। অধিকন্তু, ১৯৯৩ সালের বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনের ভিয়েনা ঘোষণার ২০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিশ্ব শান্তির জন্য আদিবাসী জনগণের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে জাপান দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা আশাকরি, বাংলাদেশকে সাহায্য দাতা দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আপনারা ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনা রোধ করতে আপনাদের প্রভাব খাটাবেন। আমরা এই ঘটনার তদন্ত, ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদান, বাংলাদেশ সরকারের নিকট উদ্বেগ প্রকাশ অথবা এ ক্ষেত্রে অন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আপনাদের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা